ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় ডিবি পুলিশের গুলিতে রনি নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১৩ অক্টোবর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ৩.০০টায় ঢাকা জেলার সাভার থানার চাঁনপুর গ্রামের বাসিন্দা হযরত আলী ও আনু বেগমের ছেলে এবং ঢাকা মহানগরীর মিরপুরে অবস্থিত সরকারি বাংলা কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র মোঃ শাহাদাত হোসেন রনিকে (১৬) ঢাকা জেলা ডিবি পুলিশ (গোয়েন্দা শাখা) সদস্যরা আশুলিয়া থানার ধনাইদ ঈদগাহ মাঠের কাছে নরসিংহপুর-কোনাবাড়ি সড়কে গুলি করে হত্যা করে বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ১৩ অক্টোবর ২০১২ সাভারের কাউন্দিয়া ইউনিয়নের পাঁচকানি গ্রামের মোঃ সিরাজউদ্দৌলা ও মাজলুন্নাহারের ছেলে মেহেদী হাসান নয়ন (২৭) গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার কাশিমপুর ইউনিয়নের বাগবাড়ী গ্রামে তাঁর ফুপু সাহারা বেগমের বাড়িতে রনি, রিপন, মোহাম্মদ হোসেন, মামুন, আল আমিন, রুবেল, আব্দুল আল মামুন (বড় বাবু) এবং হোসেন বাবু (ছোট বাবু)সহ দাওয়াত খেতে যান। সেখান থেকে নয়ন তাঁর বন্ধু রনিসহ অন্যান্যদের নিয়ে মাইক্রোবাসে করে নরসিংহপুর-কোনাবাড়ি সড়ক দিয়ে বাসায় ফিরে যাচ্ছিলেন। ঢাকা জেলা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ওয়াহিদুজ্জামান, ইন্সপেক্টর শাহিন শাহ্ পারভেজসহ আরো কয়েকজন ডিবি পুলিশ সদস্য মাইক্রোবাস নিয়ে ধনাইদ ঈদগাহ মাঠের কাছে অবস্থান করছিলেন। দুপুর আনুমানিক ৩.০০টায় তাঁদের মাইক্রোবাসটি নরসিংহপুর-কোনাবাড়ি সড়কের ধনাইদ ঈদগাহ মাঠের কাছে পৌঁছালে ডিবি পুলিশ সদস্যরা তাঁদের মাইক্রোবাসটি থামায় এবং জানতে চায় নয়নের ফুফাতো বোন নুরুন্নাহার কোথায় আছে। ছিনতাইকারী দল অথবা দুর্বৃত্তদের হতে আক্রান্ত হয়েছেন ভেবে রনি, নয়ন ও অন্যান্যরা আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার শুরু করলে সে সময় ডিবি পুলিশ সদস্যরা তাঁদেরকে মারধর করতে থাকে। তখন তাঁদের সঙ্গে থাকা চালক হারুন আতঙ্কিত হয়ে সেখান থেকে মাইক্রোবাস চালিয়ে চলে আসার সময় ডিবি পুলিশ সদস্যরা তাঁদেরকে লক্ষ্য করে পেছন থেকে আনুমানিক ৩০/৪০ রাউন্ড গুলি করে। ওই সময় রনির পিঠে এবং অপর বন্ধু রিপনের মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকায় দ্রুত চিকিৎসার জন্য নয়ন চালককে হাসপাতালের দিকে যাওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু ডিবি পুলিশ সদস্যরা মাইক্রোবাস নিয়ে তাঁদের ধাওয়া করতে থাকে এবং যখন তাঁদের মাইক্রোবাসটি আশুলিয়া-বাইপাইল সড়কের তালুকদার ফিলিং ষ্টেশনের কাছে পৌঁছায় তখন ডিবি পুলিশ সদস্যরা মাইক্রোবাসটি থামিয়ে রনি, নয়ন ও অন্যান্যদের আবারও আটক করে মারধর করে। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর রনি মারা যায়। এরপর ডিবি পুলিশ বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় মামলা দায়ের করে

নয়ন ও রিপনসহ অন্যান্যদেরকে হত্যা ও অবৈধভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠায়।

আরও জানা যায়, নয়নের ফুপা কফিলউদ্দিনের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ৮২ শতাংশ জমি প্রতিবেশী প্রভাবশালী আমানউল্লাহ ও তার সঙ্গের লোকজন জোর করে দখল করে রেখেছিল। নয়নের ফুপাতো বোন অর্থাৎ কফিলউদ্দিন ও সাহারা বেগমের মেয়ে নুরুন্নাহার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে ওই জমি ২০০৯ সালে পুনরুদ্ধার করেন এবং বেদখল হয়ে যাওয়া ওই জমি নিজেদের দখলে আনেন। এতে প্রতিপক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং জমি উদ্ধারে মূল ভূমিকায় থাকা নুরুন্নাহার এর প্রতি প্রতিশোধপরায়ন হয়ে বিভিন্ন সময়ে হত্যার হুমকি দিতে থাকে। ওই জমি আবারও তাদের দখলে নেয়ার জন্য ডিবি পুলিশকে দিয়ে আমানউল্লাহ নুরুন্নাহারকে হত্যা করার চেষ্টা চালায়। ঘটনার দিন নয়ন ও রনিদের সঙ্গে নুরুন্নাহারও একই মাইক্রোবাসে ঢাকায় ফেরার কথা ছিল। ডিবি পুলিশ সদস্যরা মাইক্রোবাস থামিয়ে নুরুন্নাহারকে না পেয়ে নয়ন, রনি ও অন্যান্যদের মারধর করে এবং চলন্ত গাড়িতে গুলি করে। ডিবি পুলিশের ছোঁড়া গুলি নয়ন এর গায়ে লাগেনি ফলে নয়ন বেঁচে যান। কিন্তু ছোঁড়া গুলি নয়নের বন্ধু রনির পিঠে লাগায় তার মৃত্যু হয়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- রনির আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক
- অভিযুক্ত ডিবি পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

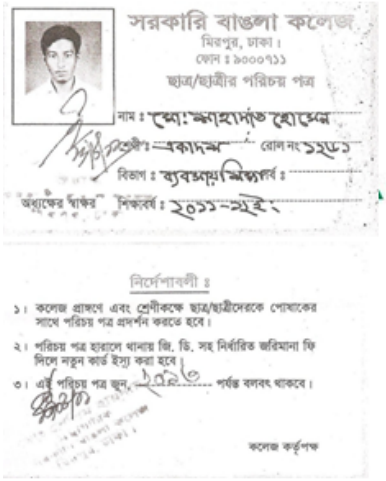
সরকারি বাঙলা কলেজ
মিরপুর, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯০০০৭১১
ছাত্র/ছাত্রীর পরিচয় পত্র
নির্দেশাবলী ঃ
১। কলেজ প্রাঙ্গণে এবং শ্রেণীকক্ষে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পোষাকের সাথে পরিচয় পত্র প্রদর্শন করতে হবে।
২। পরিচয় পত্র হারালে থানায় জি. ডি. সহ নির্ধারিত জরিমানা দিলে নতুন কার্ড ইস্যু করা হবে।
৩। এই পরিচয় পত্র জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
কলেজ কর্তৃপক্ষ

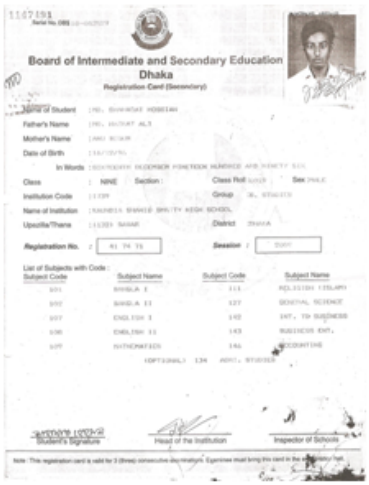
Board of Intermediate and Secondary Education
Dhaka
Registration Card (Secondary)

মোঃ শাহাদাত হোসেন রনির পরিচয় পত্র, ছবি: মোঃ শাহাদাত হোসেন রনি, শাহাদাত হোসেন রনির রেজিষ্ট্রেশন কার্ড

মোঃ মকবুল হোসেন (৫২), রনির মামা

মোঃ মকবুল হোসেন অধিকারকে জানান, ১৩ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় মোঃ শাহাদাত হোসেন রনি কলেজে যায়। কিন্তু দুপুরে আর বাসায় ফেরেনি। রনি তার মামার বাসায় থেকে সরকারি বাংলা কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশুনা করতো।

১৩ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ৭.০০ টায় তাঁর ছোট ভাই হবি হোসেন তাঁকে মোবাইল ফোনে ফোন করে জানান যে, রনি তার বন্ধু মেহেদী হাসান নয়নের ফুপুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে রনিকে ডিবি পুলিশ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। রনির লাশ এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে জানতে পেরে তিনি হাসপাতালে যান এবং সে সময় তিনি রনির লাশের পা ফোলা ও পায়ের তালুতে কালসিটে দাগ দেখেন। এরপর পুলিশ সদস্যরা রনির লাশ হাসপাতাল থেকে সাভার মডেল থানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ১৪ অক্টোবর ২০১২ রনির লাশ হাসপাতাল থেকে এনে কাউন্দিয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি আরও জানান, এ ব্যাপারে তিনি আশুলিয়া থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ তাঁর মামলা গ্রহণ করেনি। রনিকে গুলি করে হত্যার পর এখন ডিবি পুলিশ সদস্যরা নিজেদের রক্ষার জন্য সত্য ঘটনা আড়াল করা এবং তা ভিন্নখাতে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তিনি দাবি করেন, নিরপরাধ রনিকে জমি দখলের জন্য ভাড়াটে দুর্বৃত্ত বলে চিহ্নিত করার জন্য ডিবি পুলিশ সদস্যরা উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি অবিলম্বে রনিকে গুলি করে হত্যার সঙ্গে জড়িত ঢাকা জেলা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ওয়াহিদুজ্জামান, ইন্সপেক্টর শাহিন শাহ পারভেজসহ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ছবিঃ ১

ছবিঃ ২

ছবিঃ ৩

ছবিঃ ১.ঈদগাহ মাঠের কাছে নরসিংহপুর-কোনাবাড়ি সড়ক ছবিঃ ২. মেহেদি হাসান নয়ন যার ফুপুর বাড়ি রনি বেড়াতে গিয়েছিলো। ছবিঃ ৩.মাইক্রোবাসের উইন্ডশিল্ড এ গোল চিহ্নিত জায়গায় গুলির চিহ্ন।

মেহেদী হাসান নয়ন (২৭), প্রত্যক্ষদর্শী

মেহেদী হাসান নয়ন অধিকারকে জানান, ১৩ অক্টোবর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় একটি নোয়া মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো চ-১৩-১০৭৩) তিনি রনি, রিপন, মোহাম্মদ হোসেন, মামুন, আল আমিন, রুবেল, আব্দুল আল মামুন (বড় বাবু) এবং

হোসেন বাবু (ছোট বাবু)সহ গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার কাশিমপুর ইউনিয়নের বাগবাড়ী গ্রামে ফুপু সাহারা বেগমের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। সেখান থেকে তিনি বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় রনি, রিপন এবং অন্যান্যদের নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। ধনাইদ ঈদগাহ মাঠ থেকে একটু এগুলেই বিপরীত দিক থেকে একটি কালো গ্লাসের মাইক্রোবাস (**HIACE**) এসে তাঁদের মাইক্রোবাসটিকে গতিরোধ করে দাঁড়ায়। এরপর ওই মাইক্রোবাস থেকে আনুমানিক ৭/৮জন লোক দ্রুত নেমে আসে এবং ওই লোকগুলোর হাতে থাকা অস্ত্রের (তিনি ধারণা করেন শর্টগান ও পিস্তল) বাট দিয়ে তাঁদের মাইক্রোবাসের গ্লাস ভাংচুর করতে করতে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। একই সময়ে ওই লোকগুলোর মধ্যে একজন তাঁর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ধরে গালাগাল করে এবং তাঁর ফুপাতো বোন নুরুন্নাহার কোথায় আছে তা জানতে চায়। ঐ লোক আরও বলে, নুরুন্নাহারের তাদের সঙ্গে মাইক্রোবাসে থাকার কথা ছিল এবং সে মাইক্রোবাসে নেই কেন? নুরুন্নাহার কোথায় আছে তা তিনি বলতে পারেননি বলে তাঁকে চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের গোড়া দিয়ে ডিবি পুলিশ সদস্যরা আঘাত করে। কিছুক্ষণ পর একজন লোক নয়নের মাথা লক্ষ্য করে হঠাৎ গুলি ছোঁড়ে। গুলি ছুঁড়তে দেখে নয়ন দ্রুত মাথা সরিয়ে নিতে সক্ষম হন এবং অল্পের জন্য নিজের জীবন রক্ষা করতে পারেন বলে জানান। সে সময় চালক হারুন বিপদ আঁচ করে হঠাৎ করে মাইক্রোবাসটি চালানো শুরু করে। তাঁরা আনুমানিক ৫/৬ হাত দূরে যেতেই ওই লোকগুলো পেছন থেকে তাঁদের মাইক্রোবাসটিকে লক্ষ্য করে আনুমানিক ৩০/৪০ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এরপর ওই লোকগুলো তাঁদের সঙ্গে থাকা মাইক্রোবাসে উঠে নয়নদের মাইক্রোবাসটিকে তাড়া করতে থাকে। সে সময় মাইক্রোবাসের ভেতরে রনি ও রিপন আর্তনাদ করছিল। তখন তিনি রনির পিঠ থেকে এবং রিপনের মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখেন। বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় আশুলিয়া-বাইপাইল সড়কের পাশে অবস্থিত তালুকদার ফিলিং ষ্টেশনের কাছে মেসার্স খান অটোমোবাইলস্ এন্ড দোলাদোলি মর্টসের সামনে তাঁদের মাইক্রোবাসটিকে ওই লোকগুলো আবারও গতিরোধ করে দাঁড়ায় এবং তাঁকেসহ অন্যান্যদের ধরে দুর্বৃত্ত বলে গালাগাল ও মারধর করতে থাকে। সে সময় তিনি দেখতে পান যে, আক্রমনকারীদের কয়েকজনের পরনে ডিবি পুলিশের জ্যাকেট ছিল। তখন তিনি নিশ্চিত হন যে, তাঁরা যাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন তারা ডিবি পুলিশ এর সদস্য। সে সময় তিনি রনি ও রিপনকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার জন্য ডিবি পুলিশ সদস্যদের বারবার অনুরোধ করেন। কিন্তু ডিবি পুলিশ সদস্যরা তাঁর অনুরোধ না শুনে তাঁকে পেটাতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ডিবি পুলিশ সদস্যরা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে আলাদা করে মারতে মারতে অন্য একটি পুলিশের গাড়িতে ওঠায়। পুলিশের গাড়িটি তাঁকে নিয়ে আশুলিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যায় এবং ওই সময় তাঁকে ডিবি পুলিশ সদস্যরা কিছুক্ষণ পরপরই হত্যা করার হুমকি দেয়। তখন একজন ডিবি পুলিশ সদস্যকে মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখেন এবং তাকে বলতে শুনেন যে, যে ভাবেই হোক কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করে যেন ওই পুলিশ সদস্যের কাছে আনা হয়।

রাত আনুমানিক ৮.০০টায় ডিবি পুলিশ সদস্যরা তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আশুলিয়ার জামগড়ায় অবস্থিত বিনোদন কেন্দ্র ফ্যান্টাসী কিংডমের পেছনে নিয়ে যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে ডিবি পুলিশ সদস্যরা আনুমানিক ৪/৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এরপর তাঁকে বলা হয় তিনি একজন শীর্ষ দুর্বৃত্ত। তিনি খুন, চাঁদাবাজি এবং জমি দখলের সঙ্গে জড়িত। এজন্য তাঁকে শাস্তি দেয়া হবে। কিছুক্ষণ পর ডিবি পুলিশ সদস্যদের মধ্যে একজন তাঁর হাতে একটি অস্ত্র দেয় এবং তাঁকে ধমক দিয়ে বলে ওই অস্ত্র দিয়ে নয়নই রনিকে গুলি করেছে এবং তাঁকে তা স্বীকার করার জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি তা স্বীকার করতে রাজি হননি বলে তাঁকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। ডিবি পুলিশ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনের পর একজন এসে তাঁকে কিল-ঘুষি মারতে মারতে বলে যে, তিনিই রনিকে গুলি করে হত্যা করেছেন একথা তাঁকে স্বীকার করতে হবে এবং তিনি যদি তা স্বীকার না করেন তাহলে তাঁকেও হত্যা করা হবে। সে সময় একজন তাঁর বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে ধরে বলে যে, মৃত্যুর আগে দোয়াদরুদ পড়, এখনি তোমাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। এরপর একজন ডিবি পুলিশ সদস্য তাঁকে চড়-থাপ্পড়, কিল, ঘুষি মারতে থাকে এবং অন্য একজন সদস্য শর্টগান দিয়ে সজোরে পেটাতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করার এক পর্যায়ে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর ওপর নির্যাতনে বিরতি দেয়া হয়।

ওই বিরতির সময় তিনি শুনতে পান ডিবি পুলিশ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে, গুলি করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও শুধুশুধুই গুলি করে একজনকে মেরে ফেলা হলো। এজন্য তাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে। এরপর সেখানে অপরিচিত কিছু লোক একটি ব্যাগ নিয়ে আসে। ব্যাগের ভেতর থেকে আনুমানিক ৫/৬ টি বড় ছুরি, ৬/৭ টি মাঝারি ধরণের ছুরি এবং একটি চাপাতি বের করে তাঁর সামনে রাখা হয়। তাঁকে বলা হয় যদি তিনি ডিবি পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন কথা কাউকে বলেন তাহলে তাঁকে ওই ছুরি দিয়ে জবাই করে হত্যা করা হবে।

১৪ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় তাঁকে ডিবি পুলিশ সদস্যরা ফ্যান্টাসী কিংডমের পেছন থেকে আশুলিয়া থানায় নিয়ে যায়। ধনাইদ ঈদগাহ মাঠ এলাকায়, আশুলিয়া-বাইপাইল সড়কে এবং পরবর্তীতে ফ্যান্টাসী কিংডমে তাঁকেসহ অন্যান্যদের ওপর যারা গুলি ও নির্যাতন করেছে তাদের মধ্যে ডিবি পুলিশ সদস্যদের একজন ডিবি ওসি ওয়াহিদুজ্জামান এবং ডিবি ইন্সপেক্টর শাহিন শাহ পারভেজ আছেন বলে আশুলিয়া থানায় এসে তিনি জানতে পারেন বলে জানান।

তিনি আরও জানান, আশুলিয়া থানায় ঢোকার আগে ওসি ওয়াহিদুজ্জামান এবং ইন্সপেক্টর শাহিন শাহ পারভেজ তাঁকে হুমকি দিয়ে বলে যে, তিনি যদি ডিবি পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন অর্থাৎ রনিকে হত্যার ব্যাপারে যদি মুখ খোলেন তাহলে তাঁকে মেরে ফেলা হবে। আশুলিয়া থানায় তাঁকে দিয়ে আবারও স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয় যে, তিনিই রনিকে গুলি করে হত্যা করেছেন। এছাড়াও তাঁকে দিয়ে জোর করে

বলানোর চেষ্টা করা হয় যে, তিনি পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) টাকার বিনিময়ে আশুলিয়ায় জমি দখল করতে যান এবং রনিকে হত্যা করার জন্য ভাড়া করা দুর্বৃত্ত নিয়ে ফুপুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ডিবি পুলিশ সদস্যদের কথায় রাজি না হওয়ায় তাঁকে বারবার হত্যার হুমকি দেয়া হয় এবং একটু পরপরই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ও কিল-ঘুষি মেরে নির্যাতন করা হয়। এরপর তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয় বলে তিনি জানান।

গুলির আঘাতে মাইক্রোবাসের পেছনের কাঁচ ভাঙ্গচুর অবস্থায় দেখা যাচ্ছে এবং সিটে গোল চিহ্নিত জায়গায় গুলির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে

সবুজ মিয়া (৩৫), চায়ের দোকানদার, প্রত্যক্ষদর্শী

সবুজ মিয়া অধিকারকে জানান, ১৩ অক্টোবর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় তিনি ৪/৫ রাউন্ড গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনি দেখেন, তাঁর দোকান থেকে আনুমানিক ২০ গজ দূরে আশুলিয়া-বাইপাইল সড়কের পাশে অবস্থিত ‘মেসার্স খান অটোমোবাইলস্ এন্ড দোলাদোলি মর্টসের’ সামনে একটি সাদা রংয়ের নোয়া মাইক্রোবাসের ভেতর থেকে কয়েকজন যুবক আর্তনাদ করছে এবং অন্যান্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। সে সময় আরও একটি মাইক্রোবাস সেখানে আসে এবং ডিবি পুলিশের পোশাক পরিহিত কয়েকজন লোক ওই যুবকদেরদের কিল, ঘুষি, চড়-থাপ্পড় এবং লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। এরপর সেখান থেকে একজন যুবককে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে ডিবি পুলিশ সদস্যরা চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ওই যুবকের সঙ্গে থাকা অন্যান্য যুবকদেরকে নিয়ে বাকি পুলিশ সদস্যরা অন্য একটি গাড়িতে উঠে চলে যায় বলে তিনি জানান।

বাম থেকে প্রথম ছবিটি তালুকদার ফিলিং ষ্টেশনের যেখানে, দ্বিতীয়বার রনি,নয়ন ও অন্যান্যদের আটক করে মারধর করা হয়।দ্বিতীয় ছবিতে রনি যে সিটে বসা ছিল সেখানে লেগে থাকা রক্ত দেখা যাচ্ছে

মোঃ মনির হোসেন (২৪), রনির মামাতো ভাই

মোঃ মনির হোসেন অধিকারকে বলেন, ১৩ অক্টোবর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় তিনি তাঁর ছোট চাচা মোঃ হবি হোসেন এর কাছে জানতে পারেন যে, বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় তাঁর ফুফাতো ভাই রনিকে নরসিংহপুর-কোনাবাড়ি সড়কে ডিবি পুলিশ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। রনির লাশ এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আছে। তখনই তিনি এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান এবং সেখানে রনিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর রনির লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য নেয়া হয়। এরপর ১৪ অক্টোবর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় রনির লাশ বাড়িতে আনা হয় এবং রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় কাউন্দিয়া ইউনিয়ন কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ১৭ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা, আত্মীয়-স্বজন, রনির সহপাঠী ও বন্ধুরা ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত সরকারী বাংলা কলেজের সামনে ডিবি পুলিশ সদস্যদের গুলিতে রনির অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ীদের বিচার দাবি করে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করার সময় সেখানে ডিবির এসআই শাহিন শাহ পারভেজ এসে তাঁকেসহ মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীদের গালিগালাজ করে ও তাঁদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ সময় শাহিন শাহ পারভেজ এর সঙ্গে থাকা অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা তাঁদেরকে লাঠি পেটা করে এবং তাঁদের হাতে থাকা রনি হত্যার বিচারের দাবিতে তৈরি করা ব্যানার কেড়ে নিয়ে যায় বলে তিনি জানান।

রনি ও অন্যান্যদের বহনকৃত নোয়া মাইক্রোবাস। গোল চিহ্নিত জায়গায় গুলির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

কামরুন্নাহার (৩৭), নয়নের ফুফাতো বোন

কামরুন্নাহার অধিকারকে জানান, গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার কাশিমপুর ইউনিয়নের বাগবাড়ী গ্রামে তাঁদের পৈত্রিক ৮২ শতাংশ জমি মৃত আব্দুস সোবাহানের ছেলে আমানউল্লাহ, আতাউর রহমান সামান, সোনাউল্লাহ এবং রবিউল্লাহ নামের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি দখল করে রাখে। তাঁদের সম্পত্তিটি যাতে ওই প্রভাবশালীরা আত্মসাৎ করতে না পারে সেজন্য তাঁর ছোট বোন নুরুন্নাহার আইনী ব্যাবস্থা নেয় এবং ২০০৯ সালে ওই জমি তাঁরা পুনরুদ্ধার করেন। এরপর থেকেই আমানউল্লাহ ও তার সঙ্গের লোকজন তাঁর পরিবারের সদস্যদের নানাভাবে হয়রানি ও হত্যার হুমকি দিয়ে আবারও ওই জমি দখল করার চেষ্টা করতে থাকে। কোনভাবেই তাঁদের জমি আবার দখল করতে না পেরে বিভিন্ন সময়ে ডিবি পুলিশ সদস্যদের মোটা অংকের টাকা দিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

১৩ অক্টোবর ২০১২ নুরুন্নাহার ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যায়। ওই দিন আতাউর রহমান সামান ও মোহাম্মদ নবী এবং তাঁদের সঙ্গের লোকজন ডিবি পুলিশ এর যোগসাজসে তাঁর ছোট বোন নুরুন্নাহারকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। কারণ তাঁর ছোট বোন নুরুন্নাহারই প্রতিপক্ষ কর্তৃক দখলকৃত তাঁদের পৈত্রিক জমি পুনরুদ্ধারে মূল ভুমিকা রাখে। যার ফলশ্রুতিতে তাঁদের প্রতিপক্ষরা ডিবি পুলিশ সদস্যদের দিয়ে হামলা করায় এবং ওই হামলায় তাঁদের বাড়িতে নয়নের সঙ্গে দাওয়াত ক্ষেতে আসা রনি ডিবি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

ওই ঘটনায় আশুলিয়া থানা মামলা না নেয়ায় তাঁর মামাতো ভাই অর্থাৎ মেহেদি হাসান নয়নের বড় ভাই মাহমুদুল হাসান মাসুম বাদী হয়ে ২৫ অক্টোবর ২০১২ ঢাকা বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদালতে খলিলুর রহমান, মোহাম্মদ কবির হোসেন

সরকার, মতিউর রহমান, সাইদুর রহমান, আতাউর রহমান, মনির হোসেন, আতিকুর রহমান, মোহাম্মদ নবী, ফিরোজ আহমেদ, মেহেরুল হুদা, ডিবির ইন্সপেক্টর শাহিন শাহ পারভেজ, ওসি ওয়াহিদুজ্জামান, এএসআই হারুন-অর-রশিদসহ আরও ৪/৫ জন লোককে আসামী করে দণ্ডবিধির[১]১৪৮/১৪৯/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪/১০৯ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর-১০০৩/১২। তিনি আরও জানান, এই ঘটনার পর ডিবি পুলিশ আশুলিয়া থানায় নয়ন ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির[২]১৪৩/৩৩২/৩৫৩/৩০৭/৩০২ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৫৪। এছাড়া ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯-এ[৩] ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং ৫৫, তারিখঃ ১৩/১০/১২।

শেখ মোঃ বদরুল আলম (পিপিএম), অফিসার ইনচার্জ, আশুলিয়া থানা, ঢাকা।

শেখ মোঃ বদরুল আলম অধিকারকে বলেন, রনির মৃত্যুর বিষয়ে পুলিশ সুপার এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি কোন তথ্য দিতে পারবেন না। অর্থাৎ এ ব্যাপারে কোন ধরণের তথ্য দিতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

ওয়াহিদুজ্জামান, অফিসার ইনচার্জ (ওসি), জেলা ডিবি পুলিশ (গোয়েন্দা শাখা), ঢাকা

ওয়াহিদুজ্জামান অধিকারকে বলেন, ১৩ অক্টোবর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে বাগবাড়ী গ্রামের ধনাইদ ঈদগাহ মাঠ এলাকায় অবস্থিত নরসিংহপুর-কোনাবাড়ি সড়কে ডিবি পুলিশ সদস্যদের একটি দল চেক পোষ্ট বসিয়ে ডিউটি করছিলেন। সে সময় একটি মাইক্রোবাস দেখে তা থামার জন্য তাঁরা নির্দেশ দেন। কিন্তু ডিবি পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী মাইক্রোবাসটি না থেমে দ্রুত চলে যায় এবং

---

[১] দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর নিম্নোক্ত ধারাগুলিতে বলা হয়েছে-
ধারা-১৪৮: মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা অনুষ্ঠানকরণ,
ধারা-১৪৯: সাধারণ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দোষী,
ধারা-৩২৫: স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানের শাস্তি,
ধারা-৩২৬: স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র বা মাধ্যমের সাহায্যে গুরুতর আঘাত দান করা,
ধারা-৩০৭: খুনের উদ্যেগ,
ধারা-৩০২: খুনের শাস্তি,
ধারা-৩৪: কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কৃত কার্যাবলী,
ধারা-১০৯: দুস্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কাজটি সম্পাদিত হবার ক্ষেত্রে এবং উহার শাস্তি বিধানার্থ কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার ক্ষেত্রে দুস্কর্মে সহায়তার শাস্তি সম্পর্কে।

[২] দণ্ডবিধির নিম্নোক্ত ধারাগুলিতে বলা হয়েছে-
ধারা-১৪৩: বেআইনী সমাবেশে শাস্তি
ধারা-১৩২: বিদ্রোহে সহায়তা এবং উহার ফলে বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে শাস্তি
ধারা-৩৫৩: সরাকারী কর্মচারীকে তার কর্তব্য পালনে বাধাদানের নিমিত্তে আক্রমন ও অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ
ধারা-৩০৭: খুনের উদ্যেগ,
ধারা-৩০২: খুনের শাস্তি।

[৩] অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ সালের ধারা-১৯-এ। অবৈধভাবে অস্ত্র ও গুলি এবং ছোরা ও চাপাতি নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধ

মাইক্রোবাসের ভেতর থেকে দুইজন লোক ডিবি পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি করে। সে সময় ওই মাইক্রোবাসটি ধাওয়া করে একজনকে অস্ত্রসহ পাওয়া যায়। ওই এলাকার কফিলউদ্দিন আহম্মেদ নামে এক ব্যক্তির পৈত্রিক জমি নিয়ে বিরোধে তাঁর কিংবা ডিবি পুলিশের কোন সম্পৃক্ততা নেই বলে তিনি দাবি করেন। তিনি জানান, এ ব্যাপারে তৎকালীন পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বর্তমানে যিনি পুলিশের অতিরিক্ত উপ মহাপরিদর্শক এবং আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মোঃ বদরুল আলম (পিপিএম) কে অবগত করেই ওই আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয় ।

ইন্সপেক্টর শাহিন শাহ পারভেজ, জেলা ডিবি পুলিশ (গোয়েন্দা শাখা), ঢাকা

ইন্সপেক্টর শাহিন শাহ পারভেজ অধিকারকে বলেন, ১৩ অক্টোবর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় আশুলিয়ার ধনাইদ এলাকায় অবস্থিত নরসিংহপুর-কোনাবাড়ি সড়কে ডিবি পুলিশ সদস্যরা চেক পোষ্ট বসিয়ে একটি মাইক্রোবাস দেখে তা থামার জন্য নির্দেশ দেয়। সে সময়ে মাইক্রোবাসটি সামান্য গতি কমিয়ে আবারও দ্রুত চলতে থাকে এবং একই সময়ে মাইক্রোবাসটি থেকে তাঁদের ওপর গুলি করা হয়। এরপর মাইক্রোবাসটি আশুলিয়া তালুকদার ফিলিং ষ্টেশনের কাছে গেলে আশুলিয়া থানা ও আশুলিয়া পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা মাইক্রোবাসটি থামায়। সেখান থেকে ৮ জনকে গ্রেফতার করে আশুলিয়া থানায় আনা হয় বলে তিনি জানান।

ডাঃ দিপঙ্কর, মেডিকেল অফিসার, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৯/৩, পার্বতী নগর, থানা রোড, সাভার, ঢাকা

ডাঃ দিপঙ্কর অধিকারকে জানান, ১৩ অক্টোবর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় আশুলিয়া থানার পুলিশ সদস্যরা রনি নামে একজন ব্যক্তিকে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে আনেন। তিনি মৃত্যুর প্রমাণপত্র দেন এবং সেখানে রনির মৃত্যুর কারণ হিসেবে পিঠের ডান পাশে গুলির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানান। তিনি প্রমাণপত্রে **Cardio-respiratory failure due to severe hemorrhage** বলে উল্লেখ করেন। তারপর পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে সাভার থানায় যান।

আবু জাফর রাশেদ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট, সাভার, ঢাকা

আবু জাফর রাশেদ অধিকারকে জানান, ১৩ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.১৫ টায় সাভার মডেল থানায় তিনি মৃত রনির সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেন। তিনি রনির পিঠে পেছনে কোমরের ওপরে গুলির চিহ্ন এবং শার্টের পেছনে একটি ছোট ছিদ্র দেখে তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন বলে জানান।

ডাঃ কাজী গোলাম মোখলেছুর রহমান, বিভাগীয় প্রধান, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

ডাঃ কাজী গোলাম মোখলেছুর রহমান অধিকারকে জানান, ১৩ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.৩০টায় আশুলিয়া থানার পুলিশ সদস্যরা রনি নামে এক ব্যক্তির লাশ

মর্গে আনেন। তিনি ১৪ অক্টোবর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় লাশের ময়না তদন্ত করেন। ময়না তদন্ত নম্বর-২০৪৩/১২। রনির লাশের পিঠে গুলির আঘাত ছিল। সেখান থেকে ১টি গুলি উদ্ধার করা হয়। রনির ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে মৃত্যুর কারণ হিসেবে ঈধৎফরড়-ৎবংঢ়রৎধঃড়ু ভধরষঁৎব ফঁব ঃড় ংবাবৎব যবসড়ৎৎযধমব বলে উল্লেখ করেন। লাশের ময়না তদন্ত শেষে পুলিশ সদস্যদের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা লাশ নিয়ে চলে যায় বলে তিনি জানান।

বাবুল চন্দ্র, মর্গ-সহকারী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

বাবুল চন্দ্র অধিকারকে জানান, ১৪ অক্টোবর ২০১২ রনি নামে একটি মৃত দেহের ময়না তদন্ত করতে ডাক্তারকে সহযোগিতা করেন। তিনি দেখেন, লাশের পিঠে গুলির চিহ্ন রয়েছে। ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের সদস্যরা পুলিশের মাধ্যমে লাশ নিয়ে যায় বলে তিনি জানান।

অধিকারের বক্তব্যঃ

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সাদা পোশাকে কাউকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা উদ্বেগজনক এবং যা দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষনার সামিল। সরকার এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় বারবারই ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে এবং এর ফলে আইনী শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। অধিকার ডিবি পুলিশ কর্তৃক রনিকে গুলি করে হত্যার বিষয়টি নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-